রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
উন্নয়ন,পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ
প্রধান কার্যালয়,ঢাকা ।

সকল শাখা/আঞ্চলিক কার্যালয়/
স্থানীয় কার্যালয়/কর্পোরেট শাখা
আরবিটিআই সহ প্রধান কার্যালয়ের
সকল বিভাগের প্রতি ঃ

সার্কুলার নং ঃ প্রকা/উন্নয়ন/১০
তারিখ ঃ ২৯-০৯-২০১০

বিষয় ঃ- আমানত সংগ্রহ ও খেলাপী ঋণ আদায় মাস পালন প্রসংগে ।
==================================

আমানত হলো ব্যাংকের মূল চালিকা শক্তি । ব্যাংকের অবস্থান সুদৃঢ় করনের জন্য আমানতের কোন বিকল্প নেই। অত্র ব্যাংকের আমানত পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, শাখা সমূহের আমানত কয়েক বছর যাবৎ প্রায় একই অবস্থানে বিরাজ করছে, এমনকি বেশ কয়েকটি শাখার আমানতের গতিধারা বিপরীতমূখী, যা খুবই উদ্বেগজনক । ব্যাংকের সার্বিক আমানত পর্যাপ্ত না হওয়ায় বিনিয়োগ বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না । সঠিক সময়ে সঠিক পরিমানে বিনিয়োগ করতে না পারলে ব্যাংকের কাংখিত মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে না । Stable Deposit Base গড়ে উঠলেই বিনিয়োগ বাড়ানো সম্ভব ।

বর্তমানে ব্যাংকিং ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে । অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ও বেসরকারী ব্যাংকের তুলনায় আমানত ও ব্যবসায়িক দিক দিয়ে আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছি । প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে শাখা ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের সকল পর্যায়ের জনবলকে সম্পৃক্তকরণ পূর্বক নতুন নতুন সম্ভাব্য ছোট/মাঝারি আমানত সংগ্রহ ও খেলাপী ঋণ আদায় করে আমানতের ভিত্তিকে সুদৃঢ় এবং সেখানে বিনিয়োগের পরিমান বাড়াতে হবে।

উপরোক্ত লক্ষ্যকে সামনে রেখে অক্টোবর/২০১০ মাসকে ‘‘আমানত সংগ্রহ ও খেলাপী ঋণ আদায়’’ মাস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে । আমানত সংগ্রহ ও খেলাপী ঋণ আদায় মাস পালনের নিয়মকানুন ও রূপরেখা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১) (ক) প্রতিটি শাখার অভ্যন্তরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে আমানত সংগ্রহ ও খেলাপী ঋণ আদায় মাস সংক্রান্ত ১টি ব্যানার এবং শাখার বাহিরে দর্শনীয় স্থানে আরো একটি ব্যানার লাগাতে হবে। ব্যানারের রং হবে সাদা তার উপরে মেরুন রং এর অক্ষরে লিখতে হবে ।
(খ) ব্যানারে যা লেখা থাকবে ঃ

‘‘ রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
আমানত সংগ্রহ ও খেলাপী ঋণ আদায় মাস অক্টোবর-২০১০
প্রতিদিন সঞ্চয় করুন-সমৃদ্ধ জীবন গড়ুন
বকেয়া ঋণ পরিশোধ করে দায়মুক্ত হউন’’

২। আমানত সংগ্রহ ঃ

আমানত হলো ব্যাংকের Life Blood । অন্যান্য ব্যাংকের এবং চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় আমরা অনেক পিছিয়ে । আমানত সংগ্রহ ও খেলাপী ঋণ আদায় মাসে আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অবশ্যই অর্জন করতে হবে এবং বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহন/বিবেচনা করতে হবে।

ক) শাখার Command Area survey করে নতুন নতুন সম্ভাব্য আমানতকারীর সংগে যোগাযোগ করে আমানত এবং অন্যান্য ব্যবসা সংগ্রহের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে ।
খ) আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে No Cost এবং Low Cost Deposit এর উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে । Low Cost আমানত Matching করে Stable Deposit Base গড়ে তুলতে হবে।
গ) সম্মানিত গ্রাহকদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের সুবিধা ও অসুবিধা জানতে হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান/কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ করতে হবে।
ঘ) প্রবাসী স্বজন/বেনিফিশিয়ারীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে বৈদেশিক রেমিট্যান্স বৃদ্ধির মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ করতে হবে।
ঙ) চলতি বছরের আমানত লক্ষ্যমাত্রাকে মাসওয়ারী ভাগ করে অক্টোবর-২০১০ পর্যন্ত আমানত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করতে হবে এবং তা অর্জন করতে হবে।
চ) হিসাব খোলার জন্য শাখার সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে । প্রতিটি শাখাকে আমানত সংগ্রহ ও খেলাপী ঋণ আদায় মাসে নতুন হিসাব খুলতে হবে এবং শাখা ব্যবস্থাপকসহ প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে নতুন গ্রাহক সংগ্রহ করে নূন্যতম ৩০টি হিসাব খুলতে হবে । আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ শাখায় নূন্যতম ৩০টি হিসাব খুলে সংশ্লিষ্ট শাখা হতে প্রত্যায়ন পত্র গ্রহণ করবেন ।

৩। খেলাপী ঋণ আদায় কার্যক্রম ঃ

ব্যাংক ঋণের উল্লেখযোগ্য অংশ শ্রেণীকৃত । ইতোপূর্বে শ্রেনীকৃত ঋণ আদায়ের বিশেষ মাস পালন করেও শ্রেনীকৃত ঋনের হারকে কাঙ্খিত পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়নি ।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বিষয় ঃ- আমানত সংগ্রহ ও খেলাপী ঋণ আদায় মাস পালন প্রসংগে।

এমতাবস্থায় শ্রেণীকৃত/অবলোপন ঋণ আদায় কার্যক্রম সক্রিয় রাখা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(ক) প্রতিটি খেলাপী ঋণ গ্রহীতার সংগে যোগাযোগ করার নিমিত্তে শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারী সমন্বয়ে গ্রুপ করে প্রতি গ্রুপে কমপক্ষে ২ জন করে টিম গঠন করে শাখার বকেয়া ঋণ গ্রহিতাদের কাছে পাঠাতে হবে। যে সব খেলাপী ঋণ আদায়ে সুদ মওকুফ সুবিধা অনুমোদন দেয়া হয়েছে কিন্তু সুদের কিস্তি প্রদান করা থেকে বিরত রয়েছে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের নিকট পর্যায়ক্রমে এবং বার বার যোগাযোগ করে তাগাদার মাধ্যমে ঋণ/কিস্তি আদায়ের ব্যবস্হা জোরদার করতে হবে।

(খ) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ঋণ গ্রহীতাদের সংগে সাক্ষাৎ/মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিদিন শাখা ব্যবস্হাপকের নিকট কাজের অগ্রগতি রিপোর্ট করতে হবে।

(গ) শাখা প্রধান ব্যক্তিগত ভাবে শাখার প্রতিটি বকেয়া ঋণ গ্রহীতার সংগে সাক্ষাৎ করে যে গ্রাহকের জন্য যে পলিসি/কৌশল প্রয়োগে ঋণ আদায়ে সহায়ক হবে সেই পদক্ষেপই গ্রহণ করবেন।

(ঘ) অঞ্চল প্রধান প্রতিটি শাখার বৃহত্তম ১০ জন খেলাপী ঋণ গ্রহিতার সংগে সাক্ষাত করে ঋণ আদায়ের প্রচেষ্টা নিবেন। এখানেও কেইস টু কেইস ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কৌশল প্রয়োগ করবেন।

(ঙ) আমানত সংগ্রহ ও খেলাপী ঋণ আদায় মাসে ঋণ আদায় সংক্রান্ত প্রস্তাব সমূহ নিষ্পত্তির জন্য অঞ্চল প্রধান/ প্রধান কার্যালয়ের আদায় বিভাগ দ্রুত সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

(চ) শাখা ব্যবস্হাপক/অঞ্চল প্রধানগন ব্যাংকের আইন জীবিদের সাথে বিচারাধীন মামলাগুলির হালনাগাদ অবস্হা পর্যালোচনা করবেন এবং মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

(ছ) আদালতের বাইরে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বকেয়া ঋণ আদায় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

(জ) প্রধান কার্যালয়ের আদায় বিভাগ সামগ্রিক ভাবে ঋণ আদায় কার্যক্রম পরিচালনা,তদারকি ও পর্যালোচনা সহ সার্বক্ষনিকভাবে আদায় কার্যক্রম মনিটরিং করবে। আঞ্চলিক কার্যালয় আমানত সংগ্রহ ও খেলাপী ঋণ আদায় মাস শেষে একটি বিবরনী অবশ্যই আদায় বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

৪। ঋণ বিতরন ঃ

সকল অঞ্চল ও কর্পোরেট শাখার ঋণ বিতরনের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু চলতি বৎসরের বিগত মাস গুলোর ঋণ বিতরন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নতুন ভাবে ঋণ বিতরন হতাশাব্যঞ্জক। আমরা যদি ঋণ প্রবাহ অব্যাহত রাখতে না পারি তা হলে ব্যাংকের আয়ের ক্ষেত্রে স্হবিরতা দেখা দেবে। এসএমই ও সিসি(হাইপো) খাতে ঋণ বিতরনের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৫। আমদানী/রপ্তানী ব্যবসা,বৈদেশিক রেমিট্যান্স,লোকাল রেমিট্যান্স থেকে আয় এবং মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ঃ

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন। আমদানী/রপ্তানী ব্যবসা,বৈদেশিক রেমিট্যান্স এবং লোকাল রেমিট্যান্স থেকে আয় মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপুর্ন ভুমিকা পালন করে থাকে। ২০১০ সালে এ পর্যন্ত একমাত্র আমদানী ব্যবসা ছাড়া অন্যান্য খাত সমূহে আমাদের অর্জন সন্তোষজনক নয়। ২০১০ সালে আমানত সংগ্রহ ও খেলাপী ঋণ আদায়ের বিশেষ অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে চলতি বছরের ব্যবসায়িক এবং মুনাফার লক্ষ্যমাত্রাকে মাসওয়ারী ভাগ করে অক্টোবর ২০১০ পর্যন্ত ব্যবসায়িক এবং মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করতে হবে এবং তা অবশ্যই অর্জন করতে হবে।

আমরা আশা করি আমানত সংগ্রহ ও খেলাপী ঋণ আদায় মাসে সকলের সক্রিয় ও আন্তরিক অংশ গ্রহণের মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ, শ্রেণীকৃত/অবলোপনকৃত ঋণ আদায় এবং অন্যান্য ব্যবসা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার মাধ্যমে ব্যাংকের আর্থিক ভিত সুদৃঢ় হবে।

(আবু মোঃ ছায়েদুল ইসলাম)
উপ-মহাব্যবস্হাপক

(মোঃ এনামুল ইসলাম খান)
মহাব্যবস্হাপক(উন্নয়ন)